ভারতীয় জনতা পার্টি
(কেন্দ্রীয় অফিস)
১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১
ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

বি জে পি-র জাতীয় মুখপাত্র শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনের জারি করা সংবাদ বিবৃতি

২৮ জানুয়ারি, ২০১৩

একটি নামী সংবাদপত্রে আজ কিছু কোম্পানির কয়েকশ কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলির মালিক উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কুমারী মায়াবতীর ভাই

উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাই শ্রী আনন্দ কুমার সাতটি কোম্পানির মালিক। সেই কোম্পানিগুলি ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ৫ বছরে ৭৫৭ কোটি টাকা পেয়েছে, এই সময়ে মায়াবতী প্রধানত রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বি জে পি কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আনন্দ কুমার ৭৬টি কোম্পানি গঠন করেছেন। তার মাধ্যমে তিনি যে সম্পদ সংগ্রহ করছেন তা তাঁর আয়ের সূত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। বি জে পির অভিযোগে বলা হয়েছিল, এই কোম্পানিগুলির মাধ্যমে শ্রী কুমার সেই সব জায়গায় বিনিয়োগ করেছেন, যেগুলিকে কর ছাড়ের স্বর্গ বলা হয়। বলা হয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে বেআইনিভাবে ব্যবহার করে তিনি এই সম্পদ করেছেন। আজ ইকনমিক টাইমস-এর খবরে বিজেপির অভিযোগ পুষ্টি পেল। শ্রী কুমারের কোম্পানি সম্পর্কে বেশ কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোনো সুনির্দিষ্ট ও অপ্রকাশ্য সম্পত্তি বিক্রি করে প্রচুর টাকা লাভ দেখানো হয়েছে। তাছাড়া খুব গুরুত্বপূর্ন কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করেও প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। ঠিক রবার্ট ভদ্রর মতো শ্রী কুমারের ক্ষতিতে চলা কোম্পানিতেও তৃতীয় পক্ষ অনুল্লিখিত সেবার বিনিময়ে প্রচুর টাকা দিয়েছে। শ্রী কুমারের কোম্পানি যে টাকা পেয়েছে তার উৎস কি? এক লক্ষ টাকার বিনিয়োগের ওপর প্রচুর ডিভিডেন্ড দেখানো হয়েছে, সেগুলি কেন ও কি ভাবে নেওয়া হলো? বি এস পি প্রধানের ভাইকে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। বি এস পি প্রধান হলেন দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-র প্রধান মিত্র। বহু ব্রান্ডের খুচর ব্যবসা নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে মায়াবতীর দুমুখো কথাবার্তা পুরো দেশ শুনেছে ও দেখেছে।

- বি জে পি দাবি করছে, সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করতে হবে।
- অর্থ মন্ত্রক কি বি এস পি প্রধানের ভাইয়ের ওই কোম্পানিগুলিকে নোটিস দেবেন?
- কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রী কি ওই কম্পানিগুলিতে হানা দেবেন ও তা সিল করে দেবেন?

****

সি এ জি-কে ধন্যবাদ, তাঁদের জন্য দেশের কৃষকদের নামে আরো একটি কেলেঙ্কারী সামনে এসেছে। ইউ পি এ ১ সরকার ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী-তে ৫২ হাজার ২৮০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ মকুব করার কথা ঘোষণা করে। ২০১১-র এপ্রিল থেকে ২০১২-র মার্চ পর্যন্ত সময়ের একটা পারফরমেন্স অডিট করে সি এ জি। ২৫ রাজ্যের ৯০ হাজার ৫৭৬ জন কৃষক, যাঁদের একাউন্ট ৯২ জেলার ৭১৫ টি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চে আছে, তাঁদের ওপর সমীক্ষা করা হয়েছে। মিডিয়া-তে সি এ জি রিপোর্টের যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সি এ জি বলছেন, এই প্রকল্প রূপায়নের জন্য কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। জাতীয় স্তরে নজরদারি কমিটি তাঁদের কাজ করতে ব্যর্থ। এ ব্যাপারে আর বি আই, নাবার্ড, অর্থমন্ত্রক নজরদারির কোনো ব্যবস্থা করে নি। বৈঠকের কোনো বিবরণী নেই।

সবথেকে চিন্তার বিষয় হল, গত পাঁচ বছরে, ``সরকার এটা দেখার কোনো চেষ্টা করে নি যে, করদাতার ৫২ হাজার কোটি টাকা ঠিকভাবে ব্যয় হলো কি না!``

এখন বিপাকে পড়েছে বুঝে, অর্থ মন্ত্রক গত ১১ জানুয়ারী, ২০১৩-তে আর বি আই ও নাবার্ডকে নির্দেশ দিয়েছে, ব্যাঙ্ক ও যে অফিসারদের গাফিলতি হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

- বি জে পি-র দাবি হলো ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষক, যাঁদের এই প্রকল্পে উপকৃত হবার কথা, তাঁদের একাউন্ট অডিট করে দেখা হোক□

দুই অর্থমন্ত্রী শ্রী পি চিদাম্বরম, যিনি এই ঋণ মকুবের পরিকল্পনা করেছিলেনে এবং যা ২০০৯ সালের ভোটের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছিল ও শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় যিনি পরে এই প্রকল্প রূপায়ন করেছিলেন কোনরকম দূরদৃষ্টি ছাড়াই।

এই প্রকল্পের সুবিধা যাঁদের কাছে পৌছানো দরকার, তাঁদের কাছে পৌছয় নি, এটাই জানা যাচ্ছে। এখন সি এ জি রিপোর্ট কেবল এটুকুই প্রতিষ্ঠিত করছে।

বি জে পি-র দাবি, ইউ পি এ সরকার দুই অর্থমন্ত্রী শ্রী পি চিদাম্বরম ও শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়-এর দায়িত্ব ও ভূমিকা তাঁরা ব্যাখ্যা করুক। তাঁদের গাফিলতি ও ঠিকভাবে কাজ না করায় এই প্রকল্প ঠিকভাবে রূপায়িত হয়নি।

(ও পি কহলি)

সদরদফতর প্রমুখ